তারিখ ... 14/9/77 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 1 ...

029

স্কুল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা

শোনা যায়, সরকার স্কুলসমূহের প্রকাশনার দায়িত্ব বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের হাত হইতে বেসরকারী প্রকাশনালয়সমূহের হাতে অর্পণের বিষয় ভাবিয়া দেখিতেছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মর্মে সরকারী অর্ডার ইতিমধ্যেই জারি হইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সুশিক্ষার সহিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয় জড়িত। ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে অভিভাবকগণের আর্থিক সংগতির প্রশ্নও। কাজেই বিষয়টি উপেক্ষণীয় নয়।

পাকিস্তান আমলে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণের একরূপ মনোপলিই ছিল কিছু সংখ্যক বেসরকারী প্রকাশকের। অসংখ্য ভুলভ্রান্তিপূর্ণ নিম্নমানের পুস্তক ছাপাইয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করাই ছিল তাহাদের ব্যবসা। অর্থবিত্তের অভাবে বড় পাব্লিশারদের সঙ্গে ছোটরা প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিত না। ফলে, মাৎস্যন্যায়ানুযায়ী ছোটদের গিলিয়া কতিপয় বৃহৎ প্রকাশনালয় এই ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। নোটবই ক্রয় ত তাহারা বাধ্যতামূলক করিয়া ছিলই, তদুপরি মাঝে মধ্যেই পাঠ্যপুস্তকে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া অভিভাবকদের পিঠে বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপাইয়া দিত।

এই পরিস্থিতিতে সরকার ১৯৭২ সালে স্কুল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের উপর ন্যস্ত করেন। এই ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক ঘটিত পরিস্থিতির একটা বিরাট উন্নতি না হইলেও কিছুটা যে উন্নতি হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। ভুলভ্রান্তি এখনও যে নাই, এমনও নয়। তবে তথ্য ও ছাপার ভুলচুক কমিয়া আসিয়াছে। প্রকাশনার মানেরও কিছু উন্নতি হইয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা, বোর্ডের পাব্লিকেশনের দাম এই অগ্নিমূল্যের দিনেও বেশ সুলভ। তাছাড়া বোর্ডের বই কিনিতে নোটবই ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা নাই। সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ন্যূনতা-অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বোর্ডের আমলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অনেকখানি শান্তিতে ছিল। আমরা জানি না, শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এই সামান্য শান্তিটুকুও কাড়িয়া লইবার জন্য কোন মহল উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে কিনা।

কাজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে আমরা পূর্বাপর ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।